সংকলন ও সম্পাদনায় : তাইয়েবুর রহমান

"বিতারিত শয়তানের ধোকা হইতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

"পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি।"

সকল প্রানীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে এবং বিচার দিবসে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে। কাজেই যে দোযখ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, সেই সফলকাম হবে এবং পার্থিব জীবন প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। সূরা ইমরান, আয়াত:১৮৫

সকল প্রানীই মৃত্যুবরন করবে, আমি তোমাদেরকে সৎ ও পাপ কাজের দ্বারা পরীক্ষা করি এবং তোমরা আমার নিকট ফিরে আসবে। সূরা আম্বিয়া, আয়াত:৩৫

হেমুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেক ব্যক্তির লক্ষ্য রাখা উচিৎযে, পরকালের জন্য সে কি (আমল)

পাঠিয়েছে। আল্লাহকে ভয় কর, তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন। জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাত বাসীরাই সফলকাম। সূরা হাশর, আয়াত: ১৮

বিচারের দিন জাহান্নাম কে উপস্থিত করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে, কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্য যদি অগ্রীম কিছু (সৎআমল) পাঠাতাম! সেদিন তার (আল্লাহর) আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবেনা এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিতে পারবেনা। সূরা ফজর, আয়াত:২৩

নিশ্চয়ই সৎলোকেরা জান্নাতে যাবে এবং পাপী লোকেরা জাহান্নামে যাবে। সূরা ইনফিতর, আয়াত: ১৩

জান্নাতীদের উত্তম মৃত্যু

হে পবিত্র আত্মা, তুমি তোমার পালন কর্তার সন্তষ্টির দিকে সন্তষ্ট হয়ে ফিরে আস, অতঃপর আমার ইবাদতকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা ফজর, আয়াত:২৭

ফেরেশ্তাগণ পবিত্র অবস্থায় তাদের প্রাণ বের করবে এবং বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যা (সৎকাজ) করেছিলে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা নাহল, আয়াত:৩০

হযরত বারা বিন আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনিবলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরসাথে এক আনসারী লোকের জানাযায় বেরিয়েছি। আমরা কবর

পর্যন্ত পৌঁছলাম। কিন্তু তখনো কবর খোঁড়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে গেলেন এবং আমরা তার চার পাশে এমন ভাবে বসে গেলাম যেন আমাদের মাথায় পাখি বসে আছে। তখন তাঁর হাতে একটি কাঠের টুকরা ছিল, যা দিয়ে তিনি মাটিতে দাগ কাট ছিলেন। এরপর তিনি মাথা তুললেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে কবরের আযাব থেকে পানাহ চাও। কথাটি তিনি দু'বার বা তিনবার বললেন। এরপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়াকে বিদায় দিয়ে আখিরাতের হতে থাকে তখন উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে তার কাছে আসেন। যাদের চেহারা সূর্যের মতো। তাদের সঙ্গে বেহেশতের কাফন সমূহের একটি কাফন থাকে। বেহেশতের সুগন্ধিগুলোর একটি তাদের সঙ্গে থাকে। তারা সে ব্যক্তি থেকে দৃষ্টির দূরত্ব পরিমাণ দূরে অবস্থান করেন। এরপর

মৃত্যুর ফিরিশতা [হযরত আজরাঈল আঃ] আসেন। তিনি তার মাথার কাছে বসেন এবং বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে এস আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন তার রূহ বের হয়ে আসে যেমনি ভাবে মশক থেকে পানি বের হয়ে আসে। তখন মৃত্যুর ফেরেশতা তাকে গ্রহণ করেন এবং এক মুহুর্তের জন্যেও ঐ ফেরেশতাগণ তাকে মৃত্যুর ফেরেশতার হাতে থাকতে দেন না; বরং তারা নিজেরাই তাকে গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফনের কাপড়ও ঐ সুগন্ধির মাঝে রাখেন। ফলে তার থেকে পৃথিবীর বুকে প্রাপ্ত সকল সুগন্ধির চেয়ে উত্তম মেশকের সুগন্ধ বের হতে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন, আর যখনি তারা ফেরেশতাদের মাঝে কোন ফেরেশতা দলের

কাছে পৌছেন তখন তারা জিজ্ঞাসা করেন, এ পবিত্র রূহ কার? তখন মানুষ দুনিয়াতে যে সব উপাধি দ্বারা ভূষিত করতো সে সবের সর্বোত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে ফেরেশতাগণ বলেন, এ হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের রূহ। এভাবে তারা প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছেন। অতঃপর তারা আসমানের দরজা খুলতে বলেন, অমনি তাদের জন্যে দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানের সম্মানিত ফেরেশতাগণ তার পরবর্তী আসমান পর্যন্ত বিদায় সম্ভাষণ জানান। এভাবে তাকে নিয়ে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌছানো হয়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা তোমরা ইল্লিয়্যীনে লিখ এবং তাকে জমিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছি এবং জমিনের দিকেই তাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করবো। তারপর জমিন থেকে তাদেরকে আবার বের করে আনবো। রাসূলুল্লাহ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সুতরাং তার রূহ আবার তার দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

তারপর তার কাছে দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। এরপর তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার রব কে? তখন সে উত্তর করে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। তারপর জিজ্ঞেস করেন, তোমার দ্বীনকি? তখন সে বলে আমার দ্বীন হলো ইসলাম। তারা আবার তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটি প্রেরিত হয়েছেন তিনি কে? সে উত্তরে বলে, তিনি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারা তাকে আবারো জিজ্ঞেস করেন, তুমি এসব কিভাবে জানতে পারলে? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি এবং তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করেছি। তখন আসমানের দিকে একজন আহবানকারী ডেকে বলবে, আমার বান্দা সত্য বলেছে,

সুতরাং তার জন্য একটি বেহেশতী বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে একটি বেহেশতী পোশাক পরিয়ে দাও, আর তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।মুসনাদে আহমাদ:১৮৫৩৪

জান্নাতীদের বাসস্থান

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদেরকে দলে দলে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে, যখন তারা জান্নাতের উম্মুক্ত দরজার নিকটে পৌছবে তখন জান্নাতের রক্ষীরা বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা সুখী হও এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ কর। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তার ওয়াদা পূর্ন করেছেন এবং এই ভুমির উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করব, সৎকর্মশীলদের জন্য এ কত উত্তম পুরস্কার। সূরা যুমার, আয়াত:৭৩

যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তারাই জান্নাতের অধিবাসী, আমি কাউকে তার সামর্থ্যের চাইতে বেশী দায়িত্ব প্রদান করিনা৷ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ তাদের অন্তরে যা দুঃখ আছে, আমি তা দূর করে দিব, তাদের তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে৷ তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌচিয়েছেন৷ আমরা কখনও পথ পেতামনা, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ না দেখাতেন৷ আমাদের পালনকর্তার রাসূল (মুহাম্মাদসঃ) সত্যবাণী নিয়ে এসেছিলেন৷ বলা হবে, এটি জান্নাত, তোমাদের কর্মের প্রতিদান স্বরূপ তোমরা এর উত্তরাধিকারী৷ সূরা আরাফ, আয়াত:৪২

নিশ্চয়ই যারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা এবং এ কথার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে৷ তাদের কাছে ফেরেশ্তা আসে এবং বলে, তোমরা ভয় পেয়োনা, দুঃখ করোনা, জান্নাতের সুসংবাদ শুনে খুশি হও, যার ওয়াদা

তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমরা পৃথিবীতে তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও। সেখানে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে এবং যা আকাঙ্খা করবে তাও পাবে। এটা দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারীর আয়োজন। সূরা হামীম আস সিজদাহ, আয়াত:৩০

যারা না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে এবং বিনীত ভাবে তার নিকট উপস্থিত হয়, তাদেরকে বলা হবে, এই দিন হতে অনন্ত জীবনের জন্য শান্তির সাথে তোমরা এতে (জান্নাতে) প্রবেশ কর। সেখানে তারা যা আকাঙ্খা করবে, তাই পাবে এবং আমার নিকট তারও অধিক রয়েছে। সূরা ক্বাফ, আয়াত:৩৩

নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, তাদের পালনকর্তা তাদের বিশ্বাসের জন্য তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন সুখ-সম্পদপূর্ন জান্নাতের দিকে, যার

তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তাদের ধ্বনি হবে, হে আল্লাহ্, তুমি পবিত্র ও মহান, সেখানে তাদের শুভেচ্ছা হবে সালাম এবং শেষ কথা হবে, সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য। সূরা ইউনুস, আয়াত:৯

তারা ও তাদের পিতৃপুরুষগণের স্ত্রীগণ ও তাদের সন্তানগণ, যারা সৎকর্মশীল ছিল, তারা চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং প্রত্যেক দরজা দিয়ে ফেরেশ্তাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে। তারা বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, যেহেতু তোমরা ধৈর্যধারন করেছিলে, এ কত উত্তম প্রতিফল। সূরা রাদ, আয়াত:২৩

সেদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ ছায়াঘেরা পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে। সেখানে তারা যা চাইবে, তাই থাকবে।

দয়াময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। সূরা ইয়াসীন, আয়াত:৫৫

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের অভ্যর্থনার জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখান থেকে কখন ও বের হতে চাইবে না। সূরা কাহফ, আয়াত:১০৭

সংযমীগণ জান্নাতের বাগানে থাকবে। বলা হবে, তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে তাতে প্রবেশ কর। আমি তাদের অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে দিব, তারা পরস্পর মুখোমুখী হয়ে আসনে অবস্থান করবে। সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবেনা এবং সেখান থেকে কখনও বের হবে না। আমার বান্দাদের বলে দাও, আমি ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। সূরা হিজর, আয়াত:৪৫

অনেকমুখ-মন্ডল সেদিন আনন্দোজ্জ্বল হবে। সুমহান জান্নাতে তারা নিজেদের কর্ম-সাফল্যে পরিতৃপ্ত হবে। সেখানে তারা অনর্থক কথা বলবেনা। সেখানে প্রবাহিত নদী থাকবে। সেখানে উন্নত সুসজ্জিত আসন থাকবে। সুরক্ষিত পান-পাত্র থাকবে। সারিসারি গালিচা এবং বিস্তৃত কার্পেট বিছানো থাকবে। সুরা গাশিয়াহ, আয়াত:৮

যারা সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যান এবং তারও অধিক, কালিমা ও হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল বসবাস করবে। সূরা ইউনুস, আয়াত:২৬

সংযমীগণকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাদের পালনকর্তা কি অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে মহাকল্যাণ। যারা পার্থিব জীবনে সৎকাজ করে তাদের জন্য পৃথিবীতে কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালে আরও

কল্যাণ। নিশ্চয়ই সংযমীদের আবাসস্থল কত উত্তম। তারা স্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করবে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে, তারা যা কিছু কামনা করবে, সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে। এইরূপে আল্লাহ সংযমীগণকে পুরস্কার দান করেন। ফেরেশ্তাগণ পবিত্র অবস্থায় তাদের প্রাণ বের করবে এবং বলবে, তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যা (সৎকাজ) করেছিলে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা নাহল, আয়াত:৩০

মুআয ইবন আসাদ (র)...আবূহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার উম্মাত থেকে কিছু লোক দল বেধে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তারা হবে সত্তর হাজার। তাদের চেহারাগুলো পূর্নিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। বুখারী:৬০৯৯

আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তারপর এদের পিছনে যারা প্রবেশ করবে তাদের চেহারা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে। তাদের বৈশিষ্ট হচ্ছে: তারা পেশাব পায়খানা করবেনা, কফ ফেলবে না। তাদের চিরুনী হবে স্বর্ণের, তাদের সুগন্ধি হবে আলুয়া নামক এক প্রকাশ সুবাস, তাদের ঘাম মেশ্কের ন্যায় সুবাসিত। তাদের গঠন হবে তাদের আদি পিতা আদম আলাইহিস সালামের ন্যায় ষাট হাত দীর্ঘ আকৃতি বিশিষ্ট। মুসলিম:৬৯৪৪

আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরী

করে রেখেছি যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার কল্পনাও হয়নি। এ কথার সপক্ষে আল্লাহর কিতাবের বাণী রয়েছে - “কোন প্রাণী জানেনা যে জান্নাত বাসীদের জন্য কত চোখ জুরানো নিয়ামত গুপ্ত রাখা হয়েছে, ঐ সব সৎকাজের বিনিময় স্বরূপ যা তারা দুনিয়াতে করেছিল। মুসলিম:৬৯২৮

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের প্রতিটি গাছের কান্ড স্বর্ণদ্বারা নির্মিত। তিরমিযী:২৫২৫

জান্নাতে আল্লাহর দিদার এবং মেলা

সেদিন কোন কোন মানুষের মুখ-মন্ডল উজ্জ্বল হবে। তারা তাদের পালনকর্তার দর্শন লাভ করবে। সূরাকিয়ামাহ, আয়াত:২২

মুআয ইবন আসাদ (র)...আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাতীগণকে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তারা জবাবে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার সমীপে হাযির। এরপর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কি সন্তষ্ট হয়েছো? তারা বলবে, আপনি আমাদেরকে এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার মাখলুকের ভিতর থেকে কাউকেই দান করেননি। অতএব আমরা কেন সন্তষ্ট হবনা? তখন তিনি বলবেন, আমি এর চাইতেও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করবো। তারা বলবে, হে প্রতিপালক! এর চাইতেও উত্তম সে কোন জিনিস? আল্লাহ্ বলবেন, তোমাদের উপর আমি আমার সন্তষ্টি অবধারিত করবো। এরপর আমি আর কখনও তোমাদের উপর অসন্তষ্ট হব না।বুখারী:৬১০৬

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জান্নাতবাসীগণ যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ আমল অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। সপ্তাহের জুমার দিন তাদেরকে এক বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে, তা হল তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেদিন আল্লাহ তার আরশ থেকে পর্দা সরিয়ে নিবেন এবং জান্নাতীদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেন। জান্নাতীদের জন্য মান ও মর্যাদা অনুপাতে নূরের, মণি-মুক্তার, যমরদ, এবং সোনা-রূপার মিম্বর স্থাপন করা হবে। কোন কোন জান্নাতী কাফুর-কস্তরীর টিলার উপর উপবেশন করবেন। এ সব টিলায় উপবেশনকারীরা আসনে উপবেশন কারীগণকে নিজেদের চেয়ে অধিক মর্যাদা লাভকারী বলে ধারণা করবে না। আবুহুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম! আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ দেখতে পাবে। সূর্য এবং পূর্ণিমার রাতের চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না কোন সন্দেহ হয় না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অনুরূপভাবে তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে তোমাদের কোন সন্দেহ হবে না এবং মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ কথা বলবেন না। এমন কি আল্লাহ এক ব্যক্তিকে বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্মরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এ কথাটি বলেছিলে? তখন সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমার ক্ষমার কারনে আজ তুমি এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছো। তখন এক খন্ড মেঘ এসে তাদের উপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে, অনুরূপ সুগন্ধি

তারা কখনো পায়নি। অতঃপর আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা উঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। তোমাদের মনে যা চায় তা থেকে নিয়ে যাও। তারপর আমরা একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশতাগণ বেষ্টন করে আছেন। এতে এমন সব জিনিস রক্ষিত থাকবে, যা মানুষের চোখ কখনো দেখেনি, তার সংবাদ কানে শুনেনি এবং মানুষের অন্তর কখনো কল্পনা করেনি। বাজার থেকে আমাদেরকে এমন সব কিছু দেওয়া হবে, যা আমরা পছন্দ করব, অথচ উক্ত বাজারে কোন জিনিসই বেচা-কেনা হবেনা। মিশকাত: ৫২৮২

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একটি মেলা হবে। জান্নাত বাসীরা উক্ত মেলায় প্রতি জুম'আর দিন একত্রিত হবে। এরপর উত্তরের প্রবল বাতাস প্রবাহিত

হয়ে তাদের চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদে দোলা দিবে। এতে তাদের সৌন্দর্য্যও চাকচিক্য বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর তারা দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য নিয়ে তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে আসবে। তখন আপন জনেরা তাদেরকে বলবে, খোদার কসম, তোমাদের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি উত্তরে তারাও বলবে, খোদার শপথ, আমাদের যাওয়ার পর তোমাদের সৌন্দর্য্য ও চাকচিক্য ও বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলিম:৬৯৪০

আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে দুইটি বাগান আছে, যার সকল পাত্র সমূহ ও অন্যান সামগ্রী রূপা দিয়ে নির্মিত এবং আর ও দুইটি বাগান আছে, যার পাত্র সমূহ ও এতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। আদন জান্নাতে মানুষ ও তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতের

মাঝে মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর ছাড়া আর কিছুই অন্তরাল থাকবে না। তিরমিযী:২৫২৮

আবুল ইয়ামান ও মাহমূদ (র)...আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন কয়েক জন লোক বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব? উত্তরে তিনি বললেন, সূর্যের নিচে যখন কোন মেঘ না থাকে তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন, পূর্নিমার চাঁদ যদি মেঘের অন্তরালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোন অসুবিধা হয়? তারা বলল, না ইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তিনি বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে ঐ রূপ দেখতে পাবে। বুখারী:৬১২৬

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদেরকে প্রশ্ন করেন, পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমরা কি কোন ভীরের সম্মুখীন হও? সূর্য দেখার মধ্যে কি তোমরা কোন রকম ভীরের সম্মুখীন হও? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, তোমরা যেমনি ভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাও, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের প্রতিপালককে ও দেখতে পাবে। আর এতে কোন ভীরের সম্মুখীন হবে না। তিরমিযী:২৫৫৪

সুহাইব (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশের পর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) ডেকে বলবেন, তোমাদের জন্য আল্লাহর নিকট আরও প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তারা বলবে, তিনি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ

করাননি? ফেরেশতারা বলবেন, হ্যা। তারপর পর্দা খুলে যাবে (আল্লাহর সাক্ষাৎ ঘটবে)। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তিনি মানুষকে তার সাক্ষাতের চেয়ে বেশী পছন্দনীয় ও আকাঙ্খিত কোন জিনিসই প্রদান করেননি। তিরমিযী:২৫৫২

জান্নাতীদের প্রাসাদ

সংযমীগণ জান্নাতে ভোগ-বিলাসে থাকবে। তাদের পালনকর্তা তাদেরকে যা দিবেন, তারা তা উপভোগ করবে এবং তিনি তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। তাদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার প্রতিদানস্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার করতে থাক। তারা সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে বসবে। আমি সুন্দরীহুরের সঙ্গে তাদের মিলনঘটাব। যারা

বিশ্বাস করে, তাদের সন্তান-সন্ততি বিশ্বাসে তাদের অনুগামী হলে, তাদের উভয়কে মিলিত করবো এবং তাদের কর্মফল হ্রাস করা হবে না, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। আমি তাদেরকে তাদের পছন্দমত ফলমূল ও গোশ্ত আহার করাবো। সেখানে তারা একে অপরকে পানীয় পরিবেশন করবে, যা পান করার পর কেউ মন্দ কথা বলবেনা এবং পাপকাজেও লিপ্ত হবে না। তাদের সেবায় সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ কিশোরগণ নিয়োজিত থাকবে। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। বলবে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করতাম। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বেও আল্লাহকে আহ্বান করতাম, তিনি কৃপাময় ও পরমদয়ালু। সূরা তুর, আয়াত:১৭

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে আমি অবশ্যই তাদেরকে বসবাসের জন্য জান্নাতে সুউচ্চ প্রাসাদ দান করবো, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে৷ সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ কত উত্তম পুরস্কার সৎকর্মশীলদের৷ যারা ধৈর্যধারন করে ও তাদের পালনকর্তার উপর নির্ভর করে৷ সূরা আনকাবুত, আয়াত : ৫৮

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে তাদের জন্য বহুতল বিশিষ্ট সুউচ্চ প্রাসাদ রয়েছে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে, এটিই আল্লাহর ওয়াদা, আর আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না৷সূরাযুমার, আয়াত:২০

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত৷ তিনি বলেন, আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কি দিয়ে জান্নাত তৈরী করা হয়েছে? তিনি বললেন, সোনা-রূপার ইট দিয়ে৷ একটি রূপার ইট,

অপরটি সোনার ইট, এভাবে গাথা হয়েছে। এর গাথুনির উপকরন সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কংকরসমূহ মণি-মুক্তা ও মাটি হলো জাফ্রান। জান্নাতে প্রবেশকারী লোক অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দে থাকবে, কোন দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। তিরমিযী:২৫২৬

জান্নাতী পুরুষের দৈহিক বৈশিষ্ট

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীদের শরীরে কোন লোম থাকবে না, দাড়ি-গোঁফ থাকবে না এবং চোখে সুরমা লাগানো থাকবে। কখনো তাদের যৌবন শেষ হবে না, জামা ও পুরাতন হবে না। তিরমিযী:২৫৩৯

মু’আয ইবন জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতীরা হবে ত্রিশ অথবা তেত্রিশ বছরের যুবক। তিরমিযী:২৫৪৫

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক মুমিনকে একশত জনের শক্তি প্রদান করা হবে। তিরমিযী:২৫৩৬

জাবির (রা) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, জান্নাতবাসীগণ কি ঘুমাবে? তিনি বললেন, নিদ্রা মৃত্যুর ভাই। আর জান্নাতবাসী মরবে না। মিশকাত:৫২৮৮

আবু ইসহাক...আগার...আবু সাঈদ খুদরী (রা) ও আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পরকালে একজন ঘোষণাকারী জান্নাতবাসীদের লক্ষ্য করে ঘোষণা করবেন,

তোমাদের জন্য সুসংবাদ এইযে, তোমরা সুস্থতা লাভ করবে এরপর আর কখন ও অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত হবেনা। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা জীবন লাভ করবে এরপর আর কখন ও মৃত্যুবরণ করবে না। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা যৌবন লাভ করবে এরপর আর কখনও বৃদ্ধ হবে না। তোমাদের জন্য সুসংবাদ, তোমরা সুখী হবে এরপর আর কখনও কোন কষ্টের সম্মুখীন হবেনা। এই মর্মেই মহান আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে - "আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হবে, এই হচ্ছে জান্নাত। তোমাদেরকে এর স্বত্বাধিকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে যেহেতু তোমরা দুনিয়ার জীবনে সৎকাজ করেছিলে।"মুসলিম:৬৯৫১

জান্নাতের নারী ও হুর

সংযমীদের জন্য উত্তম বাসস্থান রয়েছে। তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত উম্মুক্ত রয়েছে। সেখানে তারা হেলান দিয়ে বসবে এবং বহুবিধ ফল ও পানীয়ের জন্য আদেশ করবে। তাদের পাশে আয়তনয়না সমবয়স্কা তরুণীগণ থাকবে। বিচার দিনের জন্য তোমাদেরকে এরই ওয়াদা করা হচ্ছে। এটাই আমার দেয়া জীবিকা যা কখনও শেষ হবেনা। সূরা সোয়াদ, আয়াত:৪৯

তাদের জন্য নির্ধারিত জীবন উপকরন রয়েছে। তারা নেয়ামত পূর্ণ জান্নাতের বাগানে থাকবে, তাদের জন্য নির্ধারিত রিযিক ফল মূল থাকবে এবং (অতিথি-আপ্যায়নে) সম্মানিত হবে। তারা মুখোমুখী হয়ে আসনে বসবে। তাদেরকে শুভ্র উজ্জল পাত্রে বিশুদ্ধ সরবত পরিবেশন করা হবে, যাপানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে,

এতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তারা জ্ঞানহারা হবেনা। সুরক্ষিত ডিমসদৃশ আয়তনয়না তরুনীগণ তাদের সঙ্গী হবে। তারা একে অপরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের কেউ বলবে, আমার একসঙ্গী ছিল, সে বলতো, তুমি কি এতে বিশ্বাসী যে, আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা অস্থি ও মাটিতে পরিণত হলেও আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে? তোমরা কি তাকে দেখতে চাও? সে ঝুকে তাকাবে এবং তাকে জাহান্নামে দেখতে পাবে। সে বলবে, আল্লাহর শপথ, তুমিতো আমাকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছিলে, আমার প্রতি পালনকর্তার অনুগ্রহ না থাকলে, নিশ্চয়ই আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আমাদের আর মৃত্যু হবেনা প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবেনা। নিশ্চয়ই এটা মহা সফলতা।এইরূপ সফলতার জন্য সাধকগণের সাধনা করা উচিৎ। সূরা সাফফাত, আয়াত:৪১

সেখানে পরমা-সুন্দরী হুরগণ থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এই সুন্দরী হুরগণ তাঁবুতে অবস্থান করবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা হবে চির পবিত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা সবুজ চাদর বিছানো গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার পালন কর্তার নাম, যিনি মহিমান্বিত ও সম্মানীত। সূরা আর রহমান, আয়াত:৭০

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ও য়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত দিবসে যে দল সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমন্ডল হবে পূর্নিমার রাতের চাঁদের মত উজ্জ্বল এবং

দ্বিতীয় দলের মুখমন্ডল হবে আকাশে মুক্তার ন্যায় তারকার মত উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন স্ত্রী (হূর) থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তর জোড়া জামা থাকবে। এই জামার ভিতর দিয়েও তার পায়ের জংঘার অস্থি মজ্জা দেখা যাবে। তিরমিযী:২৫৩৫

আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি জান্নাত বাসিনী কোন নারী (হুর) পৃথিবীতে উঁকি দেয়, তবে সমস্ত পৃথিবী আলোকিত হয়ে যাবে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান সমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। মিশকাত:৫২৫১

আলী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে হুরগণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে সুন্দর সূরে সংগীত পরিবেশন করবে, সৃষ্ট জীব সে

ধরনের সংগীত কখনো শুনে নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হব না। আমরা সর্বদা সুখে-আনন্দে থাকব, কখনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। আমরা সর্বদা সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট হব না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি। মিশকাত:৫২৮৪

আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস তার পিতা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তির জন্য জান্নাতে খোলা এমন একটা হীরক খন্ডে তৈরী বিশাল ছাউনী হবে যার দৈর্ঘ্য হবে ষাট মাইল। তার জন্যে সেখানে বহু সংখ্যক রমনী থাকবে। সে তাদের সকলের কাছে যাবে। অথচ তাদের একজন আরেক জনকে দেখতে পাবে না। মুসলিম:৬৯৫২

জান্নাতীদের খাদ্য ও পানীয়

অগ্রবর্তীগণ (যারা সম্মুখে থাকবে) হবে নৈকট্য প্রাপ্ত। তারা সুখ-সম্পদে ভরা জান্নাতের বাগানে থাকবে। তারা পূর্ববর্তীদের (আদম আঃ থেকে ঈসা আঃ এর অনুসারী পর্যন্ত) মধ্য থেকে বড়দল এবং পরবর্তীদের (মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারী) মধ্য থেকে ছোট দল হবে। তারা স্বর্ণ খচিত আসনে হেলান দিয়ে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসবে, চিরকিশোরগণ তাদের সেবায় বিভিন্ন প্রকারের সরবত পূর্ন পান-পাত্র সহ নিয়োজিত থাকবে। এ সরবত পানে তাদের মাথা ধরবে না, তারা জ্ঞান হারাবে না। তারা জান্নাতীদের পছন্দ মত ফলমুল এবং পাখীর গোশ্ত পরিবেশন করবে। সৎকাজের পুরস্কার স্বরূপ সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ সুন্দরী হুরগণ তাদের সঙ্গী হবে। সেখানে তারা অনর্থক মন্দ কথা শুনবে না। কেবল শুনবে শান্তি আর শান্তির বাণী। যারা ডান পাশে থাকবে তারা কত

ভাগ্যবান। তারা (জান্নাতের) বাগানে থাকবে, সেখানে কাটা বিহীন কুলগাছ, কাদিভরা কলাগাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, প্রবাহমান পানি ও পর্যাপ্ত ফলমুল থাকবে। যা কখনও শেষ হবেনা এবং নিষিদ্ধ হবেনা। তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যা-সঙ্গিনী থাকবে। তাদেরকে আমি বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি, তারা চিরকুমারী, সোহাগিনী ও সম-বয়স্কা হবে। তাদের বহু লোক হবে পূর্ববর্তীদের (আদম আঃ থেকে ঈসা আঃ এর অনুসারী পর্যন্ত) এবং বহু লোক হবে পরবর্তীদের (মুহাম্মাদ সঃ এর অনুসারী) মধ্য হতে। সূরাওয়াকিয়া, আয়াত:১০

নিশ্চয়ই সংযমীগণ (বিচার দিবসে) ছায়া ও নদীর পাশে অবস্থান করবে এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার ফল পরিবেশন করা হবে। তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে পানাহার কর। সূরা মুরসালাত, আয়াত:৪১

যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে সুসংবাদদা ও, তাদের জন্যই জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হবে। যখন তাদেরকে জান্নাতের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে, তখন তারা বলবে, পূর্বে (পৃথিবীতে) আমাদেরকে জীবিকা রূপে যা দেয়া হত, এতো তাই, তাদেরকে অনুরূপ ফলই দেয়া হবে এবং সেখানে তাদের জন্য পবিত্র সঙ্গিনী থাকবে। তারা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। সূরা বাকারা, আয়াত:২৫

যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে সে বলবে, আমার জীবনী গ্রন্থ পড়। আমি জানতাম যে, আমাকে হিসাবের সম্মুখীন হতে হবে। কাজেই সে সুমহান জান্নাতে সন্তোষজনক জীবন-যাপন করবে, এর ফল সমূহ তাদের নিকটবর্তী থাকবে। তাদের বলা হবে তৃপ্তির সাথে পানাহার কর, কারন তোমরা পৃথিবীর জীবনে সৎকাজ করেছিলে। সূরা হাক্কাহ, আয়াত:১৯

যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য দুটি বাগান রয়েছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উভয়ই ঘন শাখা-পল্লবে ঘেরা। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে প্রবাহমান দুটি নদী থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে প্রত্যেক ফল থাকবে দুই প্রকার। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে তারা রেশমের বিছানায় হেলান দিয়ে বসবে, বাগানের ফলসমুহ তাদের নিকটবর্তী থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে আয়তনয়না পবিত্র তরুণীগণ থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা প্রবাল ও পদ্মসদৃশ

হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? উত্তম কাজের বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে? সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এই দুই বাগান ছাড়া আরও দুটি বাগান থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এই বাগান দুটি ঘন সবুজ। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে প্রবাহমান দুটি নদী থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে ফলমূল, খেজুর ও আনার থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? সেখানে পরমা-সুন্দরী হুরগণ থাকবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? এই সুন্দরী হুরগণ

তাঁবুতে অবস্থান করবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা হবে চিরপবিত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? তারা সবুজ চাদর বিছানো গালিচার উপর হেলান দিয়ে বসবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? কত মহান তোমার পালনকর্তার নাম, যিনি মহিমান্বিত ও সম্মানীত। সূরা আররহমান, আয়াত:৬৪

যারা আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পন করেছিলে, তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশকর। তাদেরকে স্বর্নেরপেয়ালা ও পানপাত্রে খাদ্যওপানীয় পরিবেশন করা হবে। মন যা চায় এবং নয়ন জুড়ানো সবকিছু সেখানে থাকবে, তোমরা সেখানে চিরকাল বসবাস করবে। এটাই জান্নাত, তোমরা

তোমাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ যার উত্তরাধিকারী হয়েছো। সেখানে তোমাদের জন্য প্রচুর ফলমূল থাকবে, তোমরা তা আহার করবে। সূরা যুখরুফ, আয়াত:৬৯

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে পানাহার করবে। তবে থুথু ফেলবে না, প্রশ্রাব-পায়খানা করবে না, কফ ফেলবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন তাহলে খাওয়া-দাওয়ার কি অবস্থা? রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা সামান্য ঘামে পরিণত হবে এবং মেশ্কের ফোটার ন্যায় সামান্য এক ফোটা হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তারা এভাবে তাসবীহ, তাহমীদ আদায় করবে যে ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস বিনিময় করছো। মুসলিম:৬৯৪৬

জান্নাতীদের পোশাক ও সাজ-সজ্জা

তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে (জান্নাতের) বাগান ও রেশমী পোশাক দান করবেন। সেখানে তারা সুসজ্জিত আসনে বসবে। সেখানে তারা গরম অথবা তীব্র শীত অনুভব করবে না। তাদের উপর গাছের ছায়া থাকবে এবং এর ফল সমুহ তাদের নিকটবর্তী থাকবে। তাদেরকে রূপা, স্বচ্ছ ও শুভ্র পানপাত্রে পানীয় পরিবেশন করা হবে, পরিবেশনকারীরা যথাযথ ভাবে পরিমানে পূর্ন করবে। সেখানে তাদেরকে যানযাবীল মিশ্রিত পানি পান করতে দেয়া হবে, এটা জান্নাতের সালসাবিল নদীর পানি। চিরকিশোরগণ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে, তাদের দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা। তুমি সেখানে দেখবে ভোগ-বিলাসের উপকরন এবং বিশাল রাজ্য। তাদের পোশাক হবে পাতলা ও মোটা রেশমের, তারা রূপা নির্মিত কঙ্কনে

অলংকৃত হবে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে বিশুদ্ধ পানীয় পান করাবে না। বলা হবে, এটাই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্মের স্বীকৃতি। সূরা দাহর, আয়াত:১২

তারা বসবাসের জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা স্বর্ন ও মোতি খচিত কংকনদ্বারা অলংকৃত হবে। তাদের পোশাক হবে রেশমের। তারা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয়ই আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, সেখানে আামদেরকে কষ্ট ও ক্লান্তি স্পর্শ করে না। সূরা ফাতির, আয়াত:৩৩

আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে একবার জান্নাতে

প্রবেশ করবে সে অনন্ত সুখের অধিকারী হবে, কষ্টের লেশমাত্র থাকবে না। সেখানে তাদের কাপড় চোপড় কখন ও পুরনো হবেনা এবং যৌবন কখন ও ফুরাবে না। মুসলিম:৬৯৫০

জান্নাতের স্তর ও তার বিশালতা

উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতে একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতি স্তরের মাঝে আকাশ-যমীনের সমান ব্যবধান। ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত, সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই (আল্লাহ্) আরশ স্থাপিত। তোমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনা করবে। তিরমিযী:২৫৩১

আতা ইবনে ইয়াসার (রা)... আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতবাসীরা তাদের উপরের কক্ষবাসীদেরকে এরূপ স্পষ্ট দেখতে পাবে যেরূপ তোমরা আকাশের পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে ধাবমান মুক্তা সদৃশ নক্ষত্রকে স্পষ্ট দেখতে পাও। সবাই সবাইকে পরস্পর মর্যাদা পার্থক্যের কারনে এরূপ দেখবে। উপস্থিত সঙ্গীরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতো নবীদের মর্যাদা! এ পর্যায়ে তো অন্যেরা পৌছতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, বরং ঐ আল্লাহর কসম, যার আয়ত্তে আমার জীবন, তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং রাসূলগণকে বিশ্বাস করেছে। মুসলিম:৬৯৩৮

আবুহুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ জান্নাত-জাহান্নাম

সৃষ্টি করার পর জিবরীল (আ) কে বললেন, জান্নাত এবং আমি এর মধ্যে জান্নাতীদের জন্য যেসব দ্রব্যাদি সৃষ্টি করেছি, তা দেখে আস। তিনি জান্নাতে গিয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকৃত সমস্ত দ্রব্যাদি দেখলেন এবং তার নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! যে কেউ জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ সম্পর্কে শুনবে, সেই প্রবেশের চেষ্টা করবে। তারপর আল্লাহ জান্নাতকে কষ্ট ও বিপদের বস্তুদ্বারা জান্নাতকে ঘেরাও করলেন এবং জিবরীলকে বললেন, তুমি আবার জান্নাতে প্রবেশ কর এবং জান্নাতীদের জন্য আমার তৈরীকৃত সামগ্রী দেখে আস। তিনি জান্নাতে গিয়ে দেখলেন যে, তা কষ্ট ও বিপদের বস্তুদ্বারা ঘেরাও করে রাখা হয়েছে। তিনি আল্লাহর নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনার সম্মানের শপথ! আমার ভয় হচ্ছে যে, এতে কোন ব্যক্তিই প্রবেশ করতে পারবে না। তিরমিযী:২৫৬০

জান্নাতের নদী ও সমূদ্র

সংযমীগণকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নিম্নরূপঃ সেখানে থাকবে নির্মল পানির নদী, দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সরবতের নদী, পরিশোধিত মধুরনদী এবং বিভিন্ন প্রকারের ফলমূল, আরতাদের জন্য রয়েছে তাদের পালনকর্তার ক্ষমা। সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত:১৫

নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলগণ কর্পুরের সরবত পান করবে, এটা একটি বিশেষ নদীর সরবত, যা আল্লাহর বান্দাগণ পান করবে, তারা এই নদীকে যেখানে ইচ্ছা প্রবাহিত করবে। সূরা দাহর, আয়াত:৫

হাকীম ইবন মু’আবিয়াহ (রা) হতে তার বাবার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে পানি, মধু, দুধ ও শরবতের

সমুদ্র আছে। এগুলো থেকে ঝর্ণা বা নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। তিরমিযী:২৫৭১

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুপারিশ

ইসহাক (র)...ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হবে এমন লোক, যারা ঝাড় ফুঁকের (কুফুরীবাক্য) শরণাপন্ন হয় না, কুযাত্রা (অশুভলক্ষণ) মানে না এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। বুখারী:৬০২৮

কুতায়বা ইবন সাঈদ (র)...আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ!

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ থেকে বেশি সৌভাগ্যশালী হবে আপনার শাফাআত দ্বারা কোন লোকটি? তখন তিনি বললেন, হে আবুহুরায়রা! আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমার আগে কেউ এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ হাদীসের ব্যাপারে তোমার চেয়ে অধিক আগ্রহী আর কাউকে আমি দেখিনি। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত দ্বারা সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী ঐ ব্যক্তি হবে যে খালেস অন্তর থেকে বলে 'লা ইলা ইল্লাল্লাহ্'।বুখারী:৬১২৩

মুসাদ্দাদ (র)...আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে, আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেউ শাফাআত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদম (আ) এর কাছে এসে

বলবে, আপনি ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজে থেকে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেছেন, তারা আপনাকে সিজদা করেছে। আপনি আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে শাফাআত করুন। তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের জন্য একাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন, তোমরা নূহ (আ) এর কাছে যাও – যাকে আল্লাহ প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন তারা তার কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইব্রাহীম (আ) এর কাছে যাও, যাকে আল্লাহ খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। তারা তার কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ

করবেন। তিনি বলবেন, তোমরা ঈসা (আ) এর কাছে যাও। তারা তার কাছে আসবে। তিনিও বলবেন, আমি তোমাদের জন্য একাজের উপযোগী নই। তোমরা মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যাও, তার পূর্বাপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে অনুমতি চাইব। যখনই আমি আল্লাহকে দেখতে পাব তখন সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এঅবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে। তোমার মাথা উঠাও। প্রার্থনা কর, তোমাকে দেওয়া হবে। বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। শাফাআত কর, তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিক্ষা দিয়েছেন তার মাধ্যমে তার প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করব, তখন আমার

জন্য সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেব। এরপর আমি পূর্বের ন্যায় পুনঃ তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সিজদায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনেরবাণী অনুযায়ী অবধারিত জাহান্নামী তাদের ব্যতীত আর কেউই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। কাতাদা (রা) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন, চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে। বুখারী:৬১১৯

মুসাদ্দাদ (র) ... ইমরান ইবন হুসায়ন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদল লোককে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবংজান্নাতে প্রবেশ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করাহবে। বুখারী:৬১২০

আবদান (র) ... আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তার সঙ্গে একটি লাঠি ছিল। যা দিয়ে তিনি মাটি খুড়ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহলে (এর উপর) নির্ভর করবনা? তিনি বললেন, না, বরং আমল কর। কেননা, প্রত্যেকের জন্য আমল সহয (যার জন্য তাকে সৃষ্টি) করা হয়েছে। এরপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, "ফা আম্মা মান আ'তা ওয়াত্তাকা"।বুখারী:৬১৫২

আবুল ইয়ামান (র) ... আবুহুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে কোন লোকই জান্নাতে প্রবেশ করবে, স্বীয় জাহান্নামের

ঠিকানা তাকে দেখানো হবে (যদি সে গুনাহ করতো তবে তাকে ঐ ঠিকানা দেওয়া হত)। যেন সে বেশী বেশী শোকর আদায় করে। বুখারী:৬১২২

সর্বশেষ জান্নাতী

উসমান ইবন আবুশায়বা (র)...আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রতিপালক জান্নাততো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। পুনরায় আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে

প্রবেশ কর। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে এসে বলবে, হে প্রতিপালক! জান্নাততো পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। তখন আল্লাহ বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ। তখন লোকটি বলবে, হে প্রতিপালক! তুমি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করছো? রাবী বলেন, আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এভাবে হাসতে দেখলাম যে দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল এবং বলেছিলেন, এটা জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা। বুখারী:৬১২৪

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই হবে নিম্নতম জান্নাতী, যার আশি হাজার খাদেম ও বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে। তার জন্য মোতি এবং জবরজদ ও ইয়াকুত

পাথরে নির্মিত এক প্রাসাদ থাকবে, যা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে জবীয়া হতে সানা পর্যন্ত পথের সমান বিস্তৃত। মিশকাত:৫২৮৩

জান্নাতীদের পরিচয়

মা’বাদ ইবনে খালিদ ..... হারিসা ইবনে ওয়াহাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলব? উপস্থিত সঙ্গীরা বলল, অবশ্যই বলুন! তিনি বললেন, যে সব লোক সাধারণতঃ দুর্বল, নম্র, বিনয়ী – এমন লোক যদি আল্লাহর কাছে তার রহমতের আশায় কোন বিষয়ে কসম করে বসে, তবে আল্লাহ তার কসমকে ঠিক রাখেন অথবা আল্লাহর কাছে কোন জোর আবদার জানায় তবে আল্লাহ তার আবদারকে রক্ষা করেন। মুসলিম:৬৯৮১

মুসাদ্দাদ (র) ... উসামা ইবন যায়িদ (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি জান্নাতের দরজায় দাড়ালাম, সেখানে যারা প্রবেশ করেছে তারা অধিকাংশই দরিদ্র। আর ধনী ব্যক্তিরা আবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। বুখারী:৬১০৪

জান্নাতের প্রার্থনা

আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন লোক জান্নাতের জন্য আল্লাহতা আলার নিকট তিনবার প্রার্থনা (আল্লাহুম্মা ইন্নানাস আলুকাল জান্নাতা - হেআল্লাহ্! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই) করলে জান্নাত তখন বলে, হে আল্লাহ্! তাকে জান্নাত দান করুন। তিরমিযী:২৫৭২